







# হাসির গান ।

( Comic Songs. )

শ্রীহিজেন্দ্রলাল রায়,

প্রণীত ।

---

প্রথম সংস্করণ ।

---

শ্রীইন্দুভূষণ সাম্যাল, কলকাতা প্রকাশিত ।

২০৩। ১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট ।



কলিকাতা ।

দ্বি সাইন আর্ট প্রিন্টিং সিস্টেমস্,

১৪৭ নং বারানসী ঘোষের স্ট্রীট হইতে

শ্রীজগদ্বন্ধু দাস দ্বারা মুদ্রিত ।

---

১৩০৭ সাল ।

মূল্য ১০ আনা মাত্র ।



V.S.S.

Acc. No. 8584

Date 7.10.94

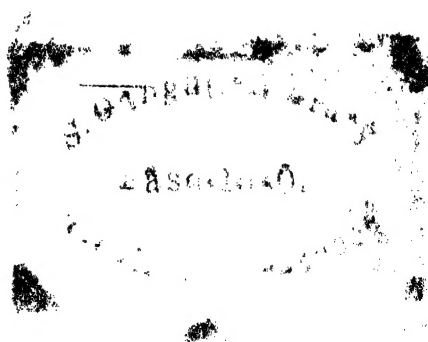
Item No. 0/134426

Des. by

## প্রকাশকের নিবেদন ।

দ্বিভাষ্য দাবর হাতির গানগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত  
হইল। গানগুলির অবিকারশই বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানে নানা-  
কণ্ঠে পূর্বে প্রচারিত হইয়াছে। অল্প গানগুলি একটি শুদ্ধ  
বীররা সাধারণমধ্যে উপস্থিত করিলাম। এমসা করি ইহা  
জনসাধারণের আদৃত হইবে।

প্রকাশক ।





# ভ্রম সংশোধন ।

পৃষ্ঠা	সাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৬	দিনতাকি	দিনতাকি
৭	১১	মদ মতি	মদ মতি
৯	১৫	বে	বে
১১	৭	বীর	বীর
১৫	৭	যদি	যদি
১৫	১৭	axial	axial
১৫	১১	heterodox	heterodox
১১	১৮	কিছু	কিছু
১৬	১৩	আইকন	আইকন
২৭	১	মোন	মোন
২১	৫	ইংরাজের	ইংরাজের
২৭	৭	হিন্দুগানী	হিন্দুগানী
৩১	৭	নতুন	নতুন
৩৪	৩	বলক	বলকি
৩৪	৮	গাড়ী	গাড়ী
৩৫	৬	স্পেনার	স্পেনার
৪০	১১	কডি	কডি
৫১	১৩	বলে	বলে





# সূচিপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অনুতাপ	৪৫
আমরা ও তোমরা	৪০
এস এস বঁধু এস	৫৮
কালোকণ	৪
কিছুনা	২১
কি করি	১৩
কৃষ্ণরথিকা সংবাদ	৪
কোকিল	৪৮
গোড়াগুড়ি বলে গিছি	৫২
চণ্ডীচরণ	৩৪
চা	১৩
চাষার প্রেম	৪৫
তানুসান্ বিক্রমাদিত্য-সংবাদ	১
ভা সে হবে কেন ?	২৬
তুমি বুঝি মনে ভাব	৪৭
তোমরা ও আমরা	৪২
তোমারই তুলনা তুমি...	৫০
চক্ৰাঙ্গা	৩
নন্দলাল	৩৩
নয়নে নয়নে রাখি	৫২
নুতন কিছু করো	৩১

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
পান	১৩
পাঁচ প্রকার	১০
প্রাণাত্ত	২২
প্রেমতত্ত্ব	৩৮
প্রেমালাপ	১২
বর্ণিত হানব না	২৪
বর্ষা	৮
বসন্ত	৮
বানর সঙ্গীত	১২
বিজাত ফেট্টা	২৮
বিরহ তত্ত্ব	১০
বিদ্যাব্যবহার	১০
বুড়োবাড়ি	৪৭
বেশ করেছো	২৭
যায় যায় যায়	২৫
রাম বনবাস	২
Reformed Hindoos	১৫
শালিক পার্থী	১১
শেয়াল	১১
জীরউমেদার	৫৫
সন্দেশ	১৪
সব সত্তা	৬
সবই মিটে	৩৯
হতে পার্জায়	২৯

# হাসির গান ।



## তান্মান-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ

হো বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ন ন' ভাই ;

আর তানমান ছিলেন মহা ওস্তাদ—এলেন তাঁহার সভায় ;

অ—অর্থাৎ আনুতেন নিশ্চয় তানমান বিক্রমাদিত্যের 'কোটে'—

নিজ দুপের বিবরণ তখন তানমান জন্মাননিক মোটে ।

তা ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি, মেও এঁও এঁও ।

যাহোক এলেন তানমান কলিকাতায় চোড়ে' গেলেন গাড়ী ;

আর 'হুগলি ব্রিজ' পার হোয়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ি ;

অ—অর্থাৎ উঠতেন নিশ্চয়, কিন্তু 'রেল পুল তখন হয় নি ;

আর বিক্রমাদিত্যের ছিল অল্প রাজধানী—উজ্জয়িনী ।

তা ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি,—মেও এঁও এঁও ।

যাহোক এলেন তানমান রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি ;

আর নিয়ে এলেন নানা বাস্তব—পিরানো ইত্যাদি ;—

অ—অর্থাৎ আনুতেন নিশ্চয়, কিন্তু হোল হঠাৎ দৃষ্টি,

যে ইরানিক তানমানের সময় 'পিরানো'রও সৃষ্টি ।

তা ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি ধিন্তাকি,—মেও এঁও এঁও ।

যাহোক তানসান গাইলেন এমন 'মল্লার' রাজা গেলেন ভিজে ;  
 আর গাইলেন এমন দীপক, তানসান জ্বালে' উঠলেন নিজে :—  
 অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে, তানসান উঠতেন জ্বালে' ;  
 কিন্তু রাজার ছিল ওয়াটারপ্রফ্ আর তানসান এলেন চোলে' !  
 তা বিন্‌তাকি, বিন্‌তাকি বিন্‌তাকি বিন্‌তাকি, —মেও এঁও এঁও ।

হোল সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসানের গীতি বাগু ;  
 আর আজও রোজ্ রোজ্ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ ;  
 অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্—তাঁর ত হোয়ে গ্যাছে কবে ?  
 আর তানসান মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ কেমন কোরে' হবে ?  
 তা বিন্‌তাকি বিন্‌তাকি বিন্‌তাকি বিন্‌তাকি, —মেও এঁও এঁও ।

### রাম—বনবাস।

—এ কি হেরি সর্সনাশ।

রাম তুই হবি বনবাস—এ কি হেরি সর্সনাশ।

তোরে ছেড়ে রবে না প্রাণ—আমার ঐ এ বিশ্বাস।

—এ কি হেরি সর্সনাশ।

যদি, নিতান্ত যাইবি বনে, সঙ্গে নে' সীতা লক্ষণে,  
 ভালো এক জোড় পাশা আর ঐ (ওরে) ভালো দুজোড় তাস।

—এ কি হেরি সর্সনাশ।

ওরে, আমি যদি তুই হইতাম, পোর্টম্যান্টর ভিতরে নিতাম  
বক্ষিমের পানকতক ( ওরে ) ভালো উপভাস ।

—এ কি হেরি সর্বনাশ ।

ও রাম, দেখিস্, তোর বাপ মাকে চিঠি লিখিস্, প্রতি ভাকে,  
অরে রোজ রোজ সন্ধ্যা হোলে (ওরে) দুই এক ভোজ খাস্ ।

—এ কি হেরি সর্বনাশ ।

## দুর্ভাসা ।

প্রাকালে ছিল গুনি

দুর্ভাশ নামেতে মুনি—

আজ্ঞাহুলদ্বিত জটা, মেজাজ বেজার চটা,  
দাড়ি গুলো তারি কটা, ( কিন্তু ) ছিল ঋষি মহাশয়ী ।  
পারিত না বটে লিখিতে করিতা মহর্ষি বাস্তবিকি চাইতে ;  
পারিত না বটে নারদের মত নাচিতে বাজাতে গাইতে ;  
কিন্তু ঋষি তারি রোষে বিনা কারো কিছু দোষে  
গালি দিত খুব কোসে ( মরি ) সে গালির কি বাধুনি !  
কোরে দিত কারো ব্যবস্থা সুন্দর নানাবিধ ভালো খাত ;  
কোরে দিত কারো বিনা বেশীব্যয়ে পিতৃপিতামহ শ্রাদ্ধ ;  
তার ভয়ে দিবানিশি বিকল্পিত দশদিশি—  
এমনি বেয়াড়া ঋষি ( কোথা ) লাগেন আমার 'উনি' ।

## কালোরূপ ।

কালোরূপে মজেছে এ মন ।

ওগো সে যে মিশমিশে কালো,

যে সে ঘোরতর কালো—অতি নিকুপম ।

কোকিল কালো ভোমরা কালো, আমরা কালো তোমরা কালো,

মুচি মিস্ত্রি ভোমরা কালো ;—

কিন্তু জানো না কি কালো সেই কালো রঙ—

ওগো সেই কালো রঙ ।

অমাবস্তার নিশি কালো, কালী কালো, মিশি কালো ;

গদাধরের পিসি কালো ;

কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালো বরণ ।

ওগো সে কালোবরণ ।

---

## কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ ।

কৃষ্ণ বলে “অমার রাধে বদন তুলে চাও”,

আর—রাধা বলে “কেন মিছে আমারে জালাও—

মরি নিজের জালায়” ।

কৃষ্ণ বলে “রাধে দুটো প্রাণের কথা কই”

আর—রাধা বলে “এখন তাতে মোটেই রাজি নই—

সরো খোঁয়ায় মরি” ।

## হাসির গান ।

৫

কৃষ্ণ বলে “সবাই বলে আমার মোহন বেণু”

আর—রাধা বলে “ওহো—তুনে আমি মোরে” দে’লু।

“আমার ধরো ধরো” !

কৃষ্ণ বলে “পীতবড়া বলে মোরে মনে”

আর—রাধা বলে “বাট ! তোর সৌন্দর্য লাভ তবে—

থাক আর খাওয়া দাওয়া” ।

কৃষ্ণ বলে “আমার রূপে ত্রিভুবন আলো”

আর—রাধা বলে “তবু যদি না হ’তে মিল কালো—

‘রূপ ত ছাপিরে পড়ে’ !

কৃষ্ণ বলে “আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবাল্য”

আর—রাধা বলে “বুধ হচ্ছেনা ! এত ভারি জ্ঞান—

তাতে আমারই কি” ?

কৃষ্ণ বলে “‘তুনি হ’রি’ মোকে মোরে কয়”

আর—রাধা বলে “লোকের কথা কোরোনা প্রত্যয়—

লোকে কি না বলে” !

কৃষ্ণ বলে “রাধে তোমার কি রূপেরি ছটা”

আর—রাধা বলে “হাঁ হাঁ কৃষ্ণ হাঁ হাঁ তা তা বটে—

সেটা সবাই বলে” ।

কৃষ্ণ বলে “রাধে তোমার কিবা চাক্ষু কে-”

আর—রাধা বলে “কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ—

সেটা বোলতেই হবে” ।

কৃষ্ণ বলে “রাধে তোমার দেহ স্নর্গতা—”

আর—রাধা বলে “কৃষ্ণ তোমার থামা মিষ্টি কথা—

বেন সূধা করে” ।



## হাসির গান ।

কৃষ্ণ বলে “ এমন বর্ণ দেখিনিত কভু ”

আর—রাধা বলে “ হাঁ আজ সাবান মাখনিত তবু—

নইলে আরও সাদা।

কৃষ্ণ বলে “ তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে ”

আর—রাধা বলে “ এসব কথা বল্লেই হত আগে—

গোল ত মিটেই যেত ।

## সব সত্যি ।

এই বিশাল দেশটা নাটির, সেটা সোণা রূপোর নয় ;

তার আকাশেতে সূর্য্য ওঠে, মেঘে বৃষ্টি হয় ।

তার গাহাড়গুলো পাথরের, আর নদীগুলো ছোটে ;

তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা কচ্ছনাক মোটে ;—

কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি, সব সত্যি কথা ভাই,

তোমরাও যদি দেখতে তা’লে তোমরাও বলতে ভাই ।

সেখা পুঁটি মাছের হয় নারে ভাই টিয়াপাখির ছা ;

আর চতুর্দশ সব জন্তুগুলোর চারটে চারটে পা ;

তাদের লেজগুলো সম্মুখে নয় আর মাথাও নয়ক পিছে ;—

তোমরা অবাক হচ্ছ বোধ হয় তাবু সেটা মিছে ।

কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি, সব সত্যি, কথা ভাই,

তোমরাও যদি দেখতে তা’লে তোমরাও বলতে ভাই ।

সেথা পুরুষগুলো সব পুরুষ, আর মেয়েগুলো সব মেয়ে ;  
আর জোয়াড় বুড়ো কচি কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে ;  
তাদের মাথা গুলো সব উপর দিকে, পা গুলো সব নীচে ;  
তোমরা মুচকি হাস'চ বোঁদ হয় ভাব'চ এসব মিছে ;—  
কিন্তু সব সত্য সব সত্য সব সত্য কথা ভাই,  
তোমরাও যদি দেখতে তা'লে তোমরাও বলতে তাই।

সেথা বসন ভূষণ কনুতি হ'লে স্বামীকে স্ত্রী বকে ;  
আর নৃতনেই প্রেম নিষ্ঠে থাকে 'বাসি' হনেই টকে ;  
আর আনন্দ হোলে হাসে তা'রা দণ্ড কোরে বাহির ;  
তোমরা ভাবচো' কছি আমি মিথ্যে কথা জাহির ;—  
কিন্তু সব সত্য সব সত্য সব কথা ভাই,  
তোমরাও যদি দেখতে তা'লে তোমরাও বলতে তাই।

তবে কিনা, দেশটা বিলেত, কাজেই বেজার শীত ও বর্ষা—  
কাজেই,—দেশের মানুষ গুলোর কিনা বণ্টাও বেজার ফর্সা ;  
এবং কিনা, মানুষ গুলোর রকম একটু দিলিতী দে ;  
এবং স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে বিভুদ্ধ ইংলিশে ;—  
এই তফাৎ এই তফাৎ এই তফাৎ মাত্র ভাই,  
আর আমাদের সঙ্গে তাদের বিশেষ তফাৎ নাই।

## বর্ণা ।

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ টাপ্ ।

বাতাসে পাতা ঝরে কুপ্ কাপ্,

প্রবল বাড় বহে—আম্র চাঁটাল সব—

পড়িছে চারিদিকে ধূপ্ ধাপ্ ।

বজ্র কড়কড় ঝাঁকে ;—

শিল্পী গুরে কৌমাকে

“কাপড় তোন্ বড়ি তোন্” ঘন ঝাঁকে ;

অগ্নি ছাদের উপর ছুপ্ ছাপ্ ।

আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে,

জোনো হাওয়া বহে বেগে,

হেলেরা বেরোতে না পেরে, রেগে,

হয় ভিতরে করে ভূপ্ ভাপ্ ।

ছুটিল “একি হোল” ভাবি’.

উর্দলাস্কল গাভী ;

এ সময় মুড়ি দিয়ে রেকাবী রেকাবী

ফুলুরি খেতে হয় কুপ্ কাপ্ ।

বৃষ্টি নামিল তোড়ে ;

রাস্তা বর্দমে পোরে ;

ছত্র মত্তকে রাস্তার মোড়ে

পিছনে পড়ে সবে তুপ্ টাপ্ ।

ভিজিছে নিরু ম পাখী,

শালিক ফিড়ে টিয়া পাখী,  
আমি কি করি ভেবে না পেয়ে একাকী—  
যাবতে বোনে আঁচি চুপ্‌চাপ্‌ ।

### বসন্ত ।

দেখ দেখি দেখে দেখে দেখি শিশির তইল অম্ল,  
বুঝি বা এগার টেঁকা হবে ভার—সখিরে এল বসন্ত ।  
বহিছে নলর আকুলি বিকুলি, রাস্তার তাই উড়ে বহু ধূলি  
এ সময় আহা বিরহিণীগুলি—কেমনে রবে জীবন্ত ।  
ঝর ঝর কর কুলু কুলু কুলু বহে থাম সব গাড়ে—  
ভন্ডনে মাছি দিনের বেলায় শনশনে মশা কাড়ে—  
ভাকিছে কোকিল কুত কুত কুত গুঞ্জরে অলি মুত মুত মুত,  
'নাটিনে বাঁচিনে উহ উহ উহ—হি হি হু হু হা হা হুত ।  
পতি কাছে নাই পতি বিনা আর কে আছে নারীর সখল,  
কাঁচা আঁব ছটো পেড়ে আনু সখি গুড় দিয়ে রাঁধু অম্বল ।  
হেরি মে বিশ্ব শূন্যময়, নে', খেয়ে নিরে শুই বিরহশয়নে,  
পড়িগে' অন্ধ-মুদিত-নয়নে গোলেবকাগুলি গ্রাস ।  
নিরে আর সখি বরফ—নহিলে মরি এ মলয়বাতাসে,  
নিরে আর পাখা—এলনাক পতি—আজ বে মাসের ২৭এ—  
নিরে আর পান তাস আনু ছাই—বিরহের এত আলা—মোর' যাই  
দাড়াইয়ে কেন হাসিস্ লো ভাই বাহির করিয়ে দস্ত !

## বিষ্মৎবার ।

পারত' জন্মানা কেউ, বিষ্মৎ বারের বারবেলা,  
জন্মাও ত সামান্যে পারবেন্যক তার ঠেলা ।  
দেখ, বিষ্মৎ বারের বারবেলায় আমার জন্ম হইল,  
তাই, দিন মোরে, কালো কোরে, মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল ।

দেখে মা, আলো ছেলে, দিল ঠেলে, দিলনাক মায়ের দুধ,  
কোরে দিল শরীর সুরু বুদ্ধি গুরু খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ ।  
পরে, মিলে আমার আটটা মামার, বাবার সেই আট শালায়,  
হোতে না হোতে বড়, দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিল পাঠশালায় ।

দেখে মোর গুরুমশায় ( যেন কশাই ) বিদ্যায় খাটো শরীরে,  
কোরে দিল সেই কাঁকে শরীরটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে,  
বাবা, আমি উঁচু দিকেই বাড়ছিঁ দেখে, ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল,  
দিল মোর চাকরি কোরে, ভাড়াও মোরে

তুদিন পরে তাড়িয়ে দিল ।

দেখে মোরে চাকরিশুভ্র, বাবা ক্ষুধ, বিয়ে দিতে নিয়ে, ঘরে গেল,  
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রস্তু কণের দরও চোড়ে গেল,  
হায় ! গো বিধি তুষ্ট সবায় তুষ্ট, কষ্ট কেবল আমার বেলা,  
সে কেবল ফেললাম বোলে, জোন্মে ভুলে

বিষ্মৎ বারের বারবেলা ।

## শেয়াল ।

ছিল একটি শেয়াল—

তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল ।

তার সে নিজে বসে' বেড়ে টাকা কড়ির চিথে ছেড়ে—

গাফিল ( উঁচু দিকে মুখ কোরে )—এই পুরখীর খেয়াল ।

[ হানী ক্যা ত্যা ক্যা হ্যা, ক্যা হ্যা হ্যা ত্যা, ক্যা হ্যা ক্যা  
ক্যা ক্যা—

## শালিক পাখী ।

আমি একটি শালিক পাখী—

(আমার) কাজ কর্ম সবই চালাকি ;

বেড়িয়ে বেড়াই চানে চানে,

(আর) গান গাই মুদিরে অঁখি ।

(গায়) পাপিয়া শুধু “পিউ” গানে ;

কোকিল কেবল “কুহু” গানে ;

চাতক স্নেহ ফটিক জগ জানে ;

(আমি) কত হেরক রকম ডাকি ।

(আমার) প্রপদ খেয়াল জানা আছে

চালা সবই একই ছাঁচে ;

আমার মধুর গানের কাছে

(ওরে) টপা কীর্তন লাগে নাকি ?

- (হাররে) বাজায় বীণা যত মূৰ্খ ;  
বেণুয় স্বরটা নেহাইং রুক্ষ ;  
(বুঝ্লে না কেউ এইটেই হুঃখ)
- (হাররে) পৃথিবী-ময় কেবল ফাঁকি ।
- (এক দিন) হ'রে পাকে কৃত বিত্ত  
কল্লেন শেষে ব্রহ্মা বদ্ধ  
কোকিল বেণু টপা সিদ্ধ
- (তার) হ'ল শালিক নিয়ে ছাঁকি ।  
ঘুনি কটকট্ কচমচ্ কিচিমিচি  
কক্যে কক্যে ডাঁপ্ ডাঁপ্ প্রিং প্রিং—
- 

## বানর সংগীত ।

- কোথা গেল হায়, কোথা গেল হায়—সভ্যতার সে ভাতি রে ।  
ব্যাগ্ধ ভারতে অস্ত্র নিবিড়, বর্করতার রাতি রে ।  
মানে না ক কেউ এখন—বুঝ্ছে, —সনাতন, স্বন্দর, ও পূজা  
(বাঁকি বিশেষণ রহিল উচ্চ) সভ্য বানর জাতিরে ।  
করে না শাস্ত্রে নব্য হিন্দু, বিশ্বাস আর ত এক বিন্দু ;  
ছাড়ে না ক চটো রক্তাও আর বানর জাতির খাতিরে ।

কোরাস । উপার কে আর উপার কি রে—উপার কে উপার কি  
উপার কি আর উপার কে আর, উপার নেই বে ভাই—  
নেই—এই—এই—এই আর—র্—র্—র্ উপাধ ।

চাঁ ।

বিলম্ব সম্পদ ধন নাহি চাই, বশ মান চাহি না ;  
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই ভাব এক পাল্লা চাঁ ।  
তার সঙ্গে যদি “টোট” ভিষ থাকে, আপত্তিকর নয় তা ;  
কিন্তু কতু যেন নাহি যার ফাঁসে  
প্রাতে এক পাল্লা চাঁ ।  
শ্রাম্পেন ক্লারেট পোর্ট হেরি আর খাও বার খুসী যা—  
কেড়েকুড়ে শুধু নিওনা আমার  
প্রাতে এক পাল্লা চাঁ ।  
অমার সংসার, কেবা বল কার ; দ্বারা হুত বাপ মা ;—  
এ সংসারে দেখি বাহ্য কিছু সার—প্রাতে এক পাল্লা চাঁ ।

পান ।

( সুর মিশ্র—ধেমটা । )

আ রে খা লে মেরি মিঠি ঝিলি—  
মেরি সাথ বৈঠকে হিঁয়া নিরিঝিলি ;  
রহা এতদিন জীয়া—তুয় বেকুফ নেহাইৎ—  
ইস্ ঝিলি নেহী খায়া, ক্যা সুরমকা বাৎ ।



হুনিয়া পর আ' কর তত্ কিয়া কোন কাম ?  
 আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ; আরে রাম ! রাম ! রাম !  
 ইস্মে খোরাসে গুয়া আওর চুনা খুসবো ;  
 কেয়া কৎ, বহৎ কিসিমকা মশেলা হো।  
 বে ফয়দা জান যো ইসি খিনি নেই খায় ;  
 আরে তু ! তু ! তু ! আরে হায় ! হায় ! হায় !

### সন্দেশ ।

উহ সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচূর রসকরা সরপরিয়া ;  
 উহ গড়েছ কি নিধি দয়াময় বিধি কতনা বুদ্ধি করিয়া ।  
 যদি দাও তাহা খালি—আঃ !  
 মদীয় বদনে ঢালিয়া ;—  
 উহ কোথায় লাগে বা কুখী কাবাব বাব কোথায় পোলাউ  
 কালিয়া ;—  
 উহ খাই তাহা হলে চক্ষু সুদীরা, চিং হইয়া, না নড়িয়া ।  
 আহা ক্ষীর হোত যদি ভারত জলধি, ছানা হ'ত যদি হিমালয়,  
 আহা পারিতাম পিছু করে নিতে কিছু সুবিধা হয়ত মহাশয় ;  
 অথবা দেখিয়া গুনিয়া  
 বেড়াতাম গুণগুণিয়া  
 আহা নয়রা দোকানে মাছি হয়ে যদি—কি মজারি হত হুনিয়া ;  
 আহা বেজায় বেদম বেমানুষ তাহা খাইতাম হয়ে 'মরিয়া' ।  
 ওহো না রাখিত বাধি সন্দেশ আদি সংসারে এই সমুদয়,

ওহোঁ ছুটে কোন দিশি, হয়ে মুনিষ্যি বেতাম হরত মহাশয় !

—পেনাম না শুধু, হরি হে

খাইতে হৃদয় ভরিয়ে

ওহো না খেতেই যায় ভরিয়া উদর, সন্দেশ থাকে গড়িয়ে ;—

ওহো মনের বাসনা মনে রয়ে যায়, চখে বহে যায় দরিয়া ।

## REFORMED HINDOOS.

মদি জানতে চাও আমরা কে

আমরা Reformed Hindoos.

আমাদের চেনে নাক যে

Surely he is an awlul goose.

কেন না আমরা Reformed Hindoos.

It must be understood

যে একটু heterdox আমাদের food ;

কারণ, চলে মাঝে মাঝে 'এ'টা, 'ও'টা, 'সে'টা যখন we choose ;

—কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি if you think,

তা'লে you are an awful goose.

আমাদের dress হবে English কি Greek

তা এখনো কর্ত্তে পারিনি ঠিক ;

আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবরা বলে সব superstitious ও

obtuse ;

—কিছু টিকিতে electricity নেই if you think,  
 তা'লে you are an awful goose.  
 আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,  
 এ নয় English কি Bengali ;  
 করি English ও Bengaliর খিচুড়ি বানিয়ে conversation-  
 use ;

—কিছু একটিও ঠিক কইতে পারি if you think,  
 তা'লে you are an awful goose.

The Brahmos as a sect  
 আমরা করি খুব respect  
 আর it would'nt be bad, could  
 we step into some বিশেষ কেঁতার  
 shoes.

কিছু সমাজে out cast না করি if you think  
 তা'লে you are an awful goose.

আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,  
 কোন ধর্মের ধারি না ধার ;  
 করি hoot alike the Hindoos, the Buddhists.

the Mohamedans, Christians & Jews—  
 কিছু ফলার ভোঁজে হিঁহু নই if you think,  
 তা'লে you are an awful goose.

About female education,  
 ও female emancipation,

আর infant marriage আর widow-remarrige

আমাদের পুঁথি enlightened views ;

কিন্তু views মতে কাজ করি if you think,

তা'লে you are an awful goose.

You are not far wrong if you think

যে আমরা করি একটু বেশী drink ;

কিন্তু considering our evolution এর state

আমাদের morals নয় পুঁথি loose ;

আর about morals we care a hang if you think,

তা'হলে you are an awful goose.

From the above দেখতে পাচ্চ বেশ

যে আমরা neither fish nor flesh ;

আমরা curious commodities, human oddities,

denominated Baboos ;

আমরা বক্তৃতার বুদ্ধি ও কবিতার কাঁদি কিন্তু কাজের সময় দব

তুঁতুঁত ;

আমরা beautiful muddle, a queer amalgam

of শশধর, Huxley, and goose.

## বিলাত ফের্তা ।

আমরা বিলেত কেউ ক'ভাই,  
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ;  
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার  
করিয়াছি সব জবাই ।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,  
আমরা শিপেছি বিনিমিত বুলি,  
আমরা চাকরকে ডাকি “বোয়ারা”—আর  
মুটেদের ডাকি “কুজি” ।

“নাম” “কালীপদ” “হরিচরণ”  
নাম এ সব মেকলে ধরণ  
তাই নিজেদের সব “ডে” “রে” ও “মিটাধ”  
করিয়াছি নাম করণ ;

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি, “  
আমরা মিশ্রীর নামে র'টি,  
যদি “সাহেব” না বোলে “বাবু” কেহ বলে  
মনে মনে ভারি চটি ।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,  
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,  
আমরা ছাট বুই আর প্যাণ্ট কোট পোরে  
সেজেছি বিলাতি বাদর ;

আমরা বিলিতি ধরনে হাসি,  
আমরা করাসি ধরনে কাশি,  
আমরা পা কাঁক করিয়া সিগারেট খেতে  
বড্ডই ভাগবাসি।

আমরা হাতে খেতে বড় উরাই,  
আমরা স্ট্রীকে ছুরী কাঁটা ধরাই,  
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা দিদিমাকে  
জ্যাকেট কামিজ পরাই।

মোদের সাহেবিমানার বাবা,  
এই যে রংটা হব না সাদা,  
তবু চেপ্টার জুটা নেই 'ভিনোনিয়া'  
মাখি রোজ গাদা গাদা।

আমরা বিলেত কেন্দ্রা ক'টায়,  
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই ;  
মোদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ও  
সাহেব গুলোই চটাই।

আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি,  
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি ;  
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত  
চম্পট পরিপাটি।

## পাঁচ এয়ার ।

আমরা পাঁচটি এয়ার—

আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা, আমরা পাঁচটি এয়ার ।

আমরা পাঁচটি নখের মাঝি ভবসিদ্ধি খেয়ার ;—

কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলান আমরা পাঁচটি এয়ার ।

দেখ, ত্রাণ্ডি মোদের রাজা, আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী,

আমরা, করিনে কাহারে ডর, আমরা করিনে কাহারো হানি;

আমরা রাখিনে কাহারও তরু আমরা করিনে কাউরে কেদার,

এ ভবমাঝে সবই ফকা—হেনোই আমরা পাঁচটি এয়ার ।

কেন, নদীর জলে কাদা আর সাগর জলে তুন ?—

পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মাতুলগুণো খুন ।

কেন, তুমি হলে নাক কবি হলো সেক্সপীরার ?

আর সে সব কথা কাজ কি বোলে’ ;—আমরা পাঁচটি এয়ার ।

কেন, দেবতা দিল তাড়িরে দৈত্যে বল দেখি দাদা ?—

কারণ দেবতা খেতো লাগ পানি আর দৈত্য খেত দাদা ।

এ ভবারণ্যের ফেরে এমন ‘বুহুদ আছে’ কে আর ?

এ জীবনের যা মার বুকেছি—আমরা পাঁচটি এয়ার ।

মোদের দিও নাক কেউ গালি, মোদের কোরো নাক কেউ মানা,

আমরা, খাব নাক কারো চুরি কোরে’ তুধ, ননী, ছানা ;

তধু লুটিব একটু মজা, তধু করিব একটু পেরার ;

তধু নাচিব একটু গাইব একটু—আমরা পাঁচটি এয়ার ।

কিছু না ।

নাঃ এ জীবনটা কিছু নাঃ

ওধু একটা “ঈঃ” আর একটা “উঃ” আর একটা “আঃ”

এ ছাড়া জীবনটা কিছু নাঃ !

সবই বাড়াবাড়ি, আর ভাড়াভাড়ি,

আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি ;

এ সব কোরো নাক, খাসা বোসে থাক

ভারা ছড়িয়ে দিয়ে পাঃ ;

আর বল জীবনটা কিছু নাঃ ।

কেন চটাচটি আর রোবারোষি,

আর গালাগালি আর দোষাদোষী ?

কর হাসাহাসি ভালবাসাবানি

আর বসে’ গোফে দাও তাঃ ;—

ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,

ছেড়ে রেবারেষি কর মেশামিশি,

ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,

আর সবাইকে বল ‘বাঃ’ ;

নইলে জীবনটা কিছু নাঃ ।

ছেড়ে দাঁতাদাঁতি আর হাতাহাতি,

আর চুলোচুলি আর লাথালথি,

আর শুতোশুতি, আর জুতোজুতি,—

কর চুমোচুমি—সার যাঃ,

হ’য়ে বুখোবুখি, হ’য়ে বুকোবুকি,



প্রাণ খোলাপুলি, কর কোলাকুলি ;

প্রেমে ঠেনাঠেসি বোস ঘেঁষাঘেঁষি—

যেন শীতে বিড়ালের ছাঃ ;

নইলে জীবনটা কিছু নাঃ ।

এত বকাবকি, চোখ রাঙ্গারান্ধি,

আর হড়োড়ি, ঘাড় ভাঙ্গাভাঙ্গি,

প্রাণ কাছেই তাই করে ‘আই চাই’

আর সদাই ‘বাপ্‌রে নাঃ’ ;

ছেড়ে কিচিনিচি আর ‘ছি ছি ছি ছি’

আর মুঃমুঃ ‘হার... উহ...উহ’

প্রাণের সার ফালা কর ‘আহা আহা’

আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ ;

তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ

### প্রাণান্ত ।

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত ।

জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্ত ।

ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট

বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত ।

স্নানাদির পর নিত্য নিত্য ক্ষুধায় জলে যায় পিত্ত ;

খেতে বসলে চৰ্কণ কর্তে কর্তে পরিশ্রান্ত ;  
 যদিই বা খাই নথাসাধা, খেলেই যার ফুরায়ে খাণ্ড ;—  
 পান্তো আন্তে নবণ ফুরেও, নবণ আস্তে পান্তো ।  
 দিনে গা গড়ানামাত্র বসে নাছি নন্দ্য গাত্র ;  
 রাত্রে মশার ব্যবহারও অভদ্র নিত্যন্ত ;  
 তত্পরি ভাষার অঙ্করজনীতে গমনান ফর্দ ।  
 নাসিকা ডাকা পবাস্ত নাহি হ'ন কাস্ত !  
 কিনিলেই কোনও জবা দাম চাহে যত অমভা  
 রাস্তা ছুড়ে ঘোলে আছে পাওনার তর্দাস্ত ;  
 বিয়ে করেই পুত্র কড়া আসে যেন প্রবল বস্তা ;  
 গড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্কাস্ত ।

## কি করি ?

দিন যে যায় না কি করি !

ঘরের হাওয়া যেন বন্ধ হোয়ে হাঁপিয়ে মরি !  
 তাস খেলার প্রবল তোড়ে ছিলেমের পর ছিলম পোড়ে ;  
 পঞ্জার উপর পঞ্জা উঠে, ছকার উপর ছকা ধরি ;—

তবু দিন যে যায় না কি করি !

দাবা খেলে হই কাৎ, বাজির উপর বাজিমাৎ ;  
 পাশা খেলে বাজার বাত, চিং হয়ে নভেল পড়ি ;—

তবু দিন যে যায় না কি করি !

পরিনীতা নিরে আছি, দলাদলি পেলে নাচি ;  
কাটে যদি দিবা তাহে কাটে নাক' বিভাবরী ;—

আমার দিন যে যায় না কি করি ।

গাঁজা গুলি চরস ভাঙ, খেতে হয় স্নতরাং ;  
কিন্ধা ত্রাণী হইল 'বিদার' কিন্ধা তাজী ধাতেশ্বরী ;—  
নইলে দিন যে যায় না কি করি ।

কল্লেন অপদার্থ ব্রহ্মা দিনটাকে কি এত লম্বা ;  
আর জীবনটাকে এত ছোট যে হুদিন মেতেই বল হরি ;—  
আমার দিন যে যায় না কি করি ।

—

### যায় যায় যায়—

ঐ যায় যায় যায়,—

পড়ে' এ, কলির ফেরে সবাই যে রে—ভেঙ্গে চূরে ভেঙ্গে যায় ।

ঐ যায়, ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়, ভোলানাথ চিৎ ;

ঐ যায়, দৈতা বক্ষঃ, দেব বক্ষঃ, হয়ে যাররে মিপ্ (myth) ;

ঐ যায়, রাম, রাবণ, পতিতপাবন কুম্ভ, শ্রীগোরাঙ্গ ভেসে ;—

আছেন এক ঈশ্বর মাত্র ; দিব্যরাত্র টানাটানি তাঁরেও শেষে ।

ঐ যায় ৮৪ নরক সপ্ত স্বরগ—এক সঙ্গে নিশি ;

ঐ যায় ভীষ্ম, দ্রোণ, দুৰ্য্যোধন, ব্যাস নারদ ঋষি ;—

ঐ বার গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা, সঙ্গে ছামের বাশরীট ;—

রেল শুধু আপিস, থানা, হোটেলখানা, রেল ও মিউনিসি-

প্যালিটি ;

ঐ বার পুরাণ, তন্ত্র, বেদ, মন্ত্র, শাস্ত্রকান্ড পুড়ে ;

ঐ বার গীতামণ্ড, কীর্ত্তনমণ্ড, হিন্দুস্তান উড়ে ;

রেল শুধু গেটে, শিলার ডাকুইন, মিল, আর—ছেলের খরচ

মেয়ের 'বিয়া' ;

রেল শুধু ভাষ্যার দল, ড্রেনের গরু, জলো দুধ আর ম্যালেরিয়া ।

## বলি ত হাসব না ।

বলি ত হাসব না, হাসি বাধতে চাই ত চেপে ;

কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে, বেতে হয় প্রার ক্লেপে ;

মুনিব-তাড়াহুতাশ গতমত অকলস্ত স্থীর,

ভূত-ভরগস্ত, পণ্ডারস্ত, মস্ত মস্ত বীর ;

যবে সব কলম নোরে, গলার জোরে, দেশোদ্ধারে ধার ;

তখন আমার হাসির চৌটে বাঁচাই মোটে, হয়ে ওঠে দায় ।

যবে নিয়ে উড়ো তর্ক শাস্ত্রাবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে ;

একটু 'গ্যানো' পড়ে', কেহ চড়ে বিজ্ঞানের ঘাড়ে ;

কোণ্টে এক-ঘরের মস্ত বন্দোবস্ত বাস্তব কোণ-ভাণ্ডা ;

তখন আমি হাসি জোরে গুন্ফ ভরে' ছেড়ে প্রাণের মায়া ।

যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেকে প্রায়শ্চিত্ত করে :

যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম ভাঙ্গে গড়ে :

যবে কেউ প্রবীণ ভণ্ড মহাযণ্ড পরে হরির মালা :

তখন ভাই নাহি কেপে, হাসি চেপে রাখতে পারে কোন্—

তা সে হবে কেন ?

তোমরা হিন্দু-ধর্ম “প্রচার” কোরে, হাতে চাও ধন,

—তা সে হবে কেন ?

তোমরা মুখ হোয়ে হাতে চাও বিশ্বে অগ্রগণ্য ;

—তা সে হবে কেন ?

তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দু ধর্মের অতি সূক্ষ্ম মন্ত্র

ভীকুতাটা আধ্যাত্মিক, আর কুঁড়েমিটা ধর্ম ;

অন্ননি তাই, বুকে ধাবে যত স্নেহচন্দ্র,

—তা সে হবে কেন ?

তোমরা স্রোতটাকে ফিরাতে চাও দিয়ে মুখের তাড়া,

—তা সে হবে কেন ?

তোমরা সাবেক ভাবে সমাজটিকে রাখতে চাও খাড়া,

—তা সে হবে কেন ?

তোমরা বিপ্র হয়ে ভূত্যা কাজ করে, বাড়ি ফিরে,

পান্ন ভুলে, রেখে শুধু আর্ককলা শিরে,

দলাদলি কোরে শুধু রাখবে সমাজটিরে,

—তা সে হবে কেন ?

তোমাদের মনে মনে সাহেবিটা ইচ্ছা যোল আনা,

—তা সে হবে কেন ?

তোমাদের স্বযোগ পেলেই রোচে মুখে তামসিক খানা,

—তা সে হবে কেন ?

তোমাদের মাতৃ ভাবা কৈদে পালায় ইংবাজির চোটে,  
“দি, এ, এম, এ,” হলেই “বাবু” খেতাব গারে কোটে,  
তুধু তর্কের সময় হিন্দুমানী জেগে ওঠে,

—তা সে হবে কেন ?

তোমরা চির কালটা নারীগণে রাখবে পাঁচিল ঘিরে,

—তা সে হবে কেন ?

তোমরা গহনা ঘুষ দিয়ে বসে রাখবে রমণীনে,

—তা সে হবে কেন ?

তোমরা চাও তা’রা বন্ধ থাকুক এখন যেমন আছে,  
বাগ্মাঘরের ধোঁয়ায় এবং আঁস্তাকুড়ের কাছে,  
আব তোমরা নিজে যাধে খিয়েটার নাচে,

—তা সে হবে কেন ?

বেশ করেছে ।

কালিচরণ কস্ত বড় বীরত্বেরই বড়াই,

—বুঝি গাঁজায় দিয়ে দম—

দেখলে সে দিন আমার সঙ্গে কস্তে এস লড়াই ;

“বেটার আত্মপক্ষা নয় কম ।”

## হাসির গান ।

জাম 'তবে রে বেটা আয়না দেখি তবে রে বেটা' :

যখন ধোরে আমার কোরে দিলে জুতো পেটা ;

বেটা আমার হাতে মরে বুঝি এবার—

করেও তুলেছিলাম চুই এক দা দেবার :

বেটা ত সে খোঁজ রাখে না,

রাগলে আমার স্তান থাকেনা,

খাতি সামলে খেলাম অনেক কষ্টে সেবার ।

“বেশ করেছেো বেশ করেছেো নইলে অমৃত ;

খুন খারাপি হ'ত একটা খুন খারাপি হ'ত ।”

বেটা সাধু বোলে সহরে ঢাক পেটায়,

“হেঁ হেঁ বেটা আদত চোর ।”

জাম তার হাজার টাকা চাইতে এল সেটার

“বেটা বেজার গুলিখোর ।”

জাম 'তবে রে বেটা, আয়না দেখি তবে রে বেটা

কে তোর টাকা জানে, তো তো, তো ভোর

সাক্ষী কেটা ?

গিয়ে মকরুমা—I don't care a feather.”

ন ত চুগটি কোরে ফিরে গেল কেদার ।

যে কর্কে সে কি ? টাকাগুলো সব শেষে কি

লি খেয়ে বেটা উড়িয়ে দেবে দেদার ?

করেছো বেশ করেছেো সে টাকা নিশ্চিত,

ব উড়িয়ে দিত বেটা সব উড়িয়ে দিত ।”

নিত্যানন্দ, বিধান বোলে কর্তে চার প্রমাণ ;

“সে কি আবার একটা লোক !”

কর্তে এস তর্ক সে দিন আমার সঙ্গে সমান,

“বেটা নিরেট আহাশুক !”

আমি বল্লাম “তবে রে বেটা, আসনা দেখি তবে রে বেটা,

আমি একটা Philosopher, গায়া গুরুর জানিন নেটা,”

বলে ছুধা পাঁঠে লাঠি বসিয়ে দিলাম চটাং

লাঠি খেদে পড়ে গেল বেটা ত চিৎপটাং ।

আমার সঙ্গে সে পারে কি,

তকের বেটা ধার ধারে কি

তখন তর্কে হার নেনে সে পালিয়ে গেল সটাং ।

“বেশ করেছে, বেশ করেছে তর্কেতে বস্তুতঃ

সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো ।”

## হতে পার্ভাম ।

দেখ হোতে পার্ভাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর——

কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রমনা স্থির ;

আর ঐ বাকুদটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ ;

আর সঙ্গীন খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটা ধন্দ ;

খোলা তরোয়ার দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্বন্দ ;

তাই বাক্যে বীরই হোয়ে রৈলাম আমি চটে’ মটেইত——

তা নইলে খুব এক বড়—“হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত ।



দেখ হোতে পার্শ্বাম্ আমি একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ—

কিন্তু “গবেষণা”-গুনলেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত ;

আর দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম,

আর তাও বলি প্রেমসীর সে হাসিটুকু চরম ।

আর তাঁকে চর্চা করলেও একটু কাজও দেখে বরং ।

তাই স্মৃতিতত্ত্ববিৎ হোয়ে বৈল্যাম আমি চটে মটেইত,—

তা নইলে বেশ এক ভাল—“হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত ।”

দেখ হইতে পার্শ্বাম্ নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি—

কিন্তু লিপ্ত হৈ বসলেই অক্ষরগুলো গড়মিল হয় যে মাই ;

আর ভাসাটাও তা ছাড়া মোটেই বেঁকে না রয় পাড়া ;

আর ভাবের মাথার লাঠি মায়েও দেয়নাক সে মাড়া ;

ছাই হাজারই পা তুলেই, গোঁকে হাজারই দেই চাড়া ;

তাই নীরব কবি হোয়ে বৈল্যাম আমি চটে মটেইত,—

তা নইলে খুব এক উঁচু—“হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত ।”

দেখ হ’তে পার্শ্বাম্ রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ—

কিন্তু কিন্ত দাঁড়ালেই হয় স্বরণশক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত ;

আর মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায় যায় সব বুলিয়ে ;

আর সুযোগ পেয়ে কথো দাঁড়ার বিদ্রোহী ভাব গুলি হে ;

তা হাজার কাশি, আদর করি দাড়িতে হাত বুলিয়ে ;

তাই রইলাম বৈঠকখানাবক্তা আমি চটে মটেইত ;—

তা নইলে খুব এক ভারি—“হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত ।”

দেখ কমভাটা ছিল নাক’ সামান্য বিশেষ ;

কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চোলে যেতাম বেশ ;

হতাম পেলে সুযোগেও বুঝি একটা বেঙ শেও ;  
 ওই কেটে বিষ্টুর মখে একটা হতাম নামনেহ ;  
 কিম্ব প্রথম নে ধাক্কাটা আমার দিলে নাক' কেহ ;  
 তাই যা ছিলান তাঁর রবে খেলান আমি চটে' মটেইত ---  
 তা নইনে—বল্লে কি না— "হা হা বটেইত তা বটেই ত ।"

### নতুন কিছু করো !

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো ।  
 দাড়ি কত্র খাটো, নাক ততো কাটো,  
 পা জুতো সব উঁচু কব' নখা দিয়ে ছাটো ।  
 বেলুনেতে চড়ো, আকাশেতে ওড়ো,  
 কিম্বা চিংপাত হোয়ে পা জুলো সব ছোড়ো ।  
 খোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন বাইসিকেনে চড়ো ।  
 নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো !  
 ভাল ভাতের সন্ধ্যা, কর সবাই রফা,  
 গর শীগগির খুঁতি চাদর নিবারিণী সভা ;  
 প্যান্ট পরো কোট পরো নইলে নিভে গেলে ;  
 খুঁতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকলে ;  
 কাঁচকলা ছাড়ো আর ঘোষ্ট চপ্ ধরো ;  
 নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো ।

কিছা সবাই ওঠো টাউন হলে জোতো ;  
 হিঁদ্রানী প্রচার কর্তে আমিরিকায় ছোটো ;  
 আমরা যেন নেহাইং খাটো হয়ে না যাই দেখো ।  
 খুব খানিক চোঁচাও কিছা খুব খানিক লেখো ।  
 Bain Mill ছাড়ো এবং ভাগবত পড়ো ।  
 নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো ।

আর কিছু না পারো স্ত্রীদের ধোরে মারো ;  
 কিছা তাদের মাথায় তুলে নাচো—ভালো আরো ।  
 একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক ;  
 বি এ, এম এ, ঘোড় সোয়ার, বা একটা কিছু হোক ;—  
 বা হয় হোক না—একটা কিছু করো নতুনতরো ;  
 নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো ।

হয়েছি অবীর যত বঙ্গবীর ;—  
 এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির ;  
 পাহাড় থেকে পড়ো সমুদ্রে দাও ডুব ;  
 মর্কে না হয় মর্কে একটা নতুন হবে খুব ;  
 নতুন রকম বাঁচো কিছা নতুন রকম মরো ;  
 নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো ।

## নন্দলাল ।

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—

যে সন্দেশের তরে যা কোরেই হোক রাখিবেই সে জীবন ।

সকলে বলিল আহা হা কর কি কর কি নন্দলাল ?

নন্দ বলিল বসিয়া বসিয়া বহির কি চির কাল ?

আমি না করিলে কে করিলে আর উদ্ধার এই দেশ ?

তখন সকলে বলিল বাহবা বাহবা বাহবা বেশ ।

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা ?

সকলে বলিল বাওনা নন্দ করনা ভায়ের সেবা ;

নন্দ বলিল ভায়ের জন্ত জীবনটা যদি দিই,

না হয় দিলাম কিন্তু অভাগ দেশের হইবে কি ?

বাঁচাটা আমার অতি দরকার ভেবে দেখি চারিদিক ;

তখন সকলে বলিল হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে তা বটে ঠিক ।

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;

গালি দিয়া সবে গায়ে পড়ে বিছা করিল জাহির ;

পড়িল ধন্ত দেশের জন্ত নন্দ খাটিয়া খুন ;

লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায় খায় তার দশগুণ ।

খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ খাল খাল,

তখন সকলে বলিল বাহবা বাহবা নন্দলাল ।

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ;

সাহেব আসিয়া গলাটা তাহার টিপিয়া ধরিল খালি ;

নন্দ বলিল আঁহা হা কর কি কর কি ছাউনা ছাই,  
 কি হবে দেশের গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাউ ?  
 বল ক বিষৎ নাকে দিব খৎ যা বল করিব তাহা ;  
 তখন সকলে বলিল বাহবা বাহবা বাহবা বাহা ।

নন্দ বাড়ীর হত না বাহির কোথা কি ঘটে কি জানি,  
 চড়িত না গাড়ী কি জানি কখন উল্টায় গাড়ী থানি,  
 নৌকা কি মন ডুবিলে ভীষণ রেলের 'কলিফন' হয়,  
 হাঁটিতে মগ, কুকুর আর গাড়ী চাপা পড়া ভয় ।  
 তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাচিয়ে রহিল নন্দলাল,  
 সকলে বলিল ভালারে নন্দ বেঁচে থাক চির কাল ।

### চণ্ডীচরণ ।

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থকার ;  
 এমনি তিনি হিন্দুধর্মের কর্ত্তন মন্ত বাক্ত ;—  
 দিনের মত জিনিস হত রাতের মত অন্ধকার ;  
 জলের মত বিষ হতো ইঁটের মত শক্ত ।  
 সবাই বললে হাঃ হাঃ হাঃ লিখেছে বেশ হাঃ হাঃ হাঃ  
 যা হ'ক তোরা নিজের নিজের ঘটিবাচি সামলা !

বাহির কর্ত্তন বোসে বোসে আরও স্তম্ভ স্তম্ভতার ;  
 চুলটি চিরে ছুভাগেতে কর্ত্তন তিনি কর্ত্তন ।

বুঝ নাক' কেউ তা কিছু এটাই যে ছঃখ তাঁর—

অস্বস্তি হোত না কারও মতের পরিবর্তন ।

সবাই বলে ইত্যাদি

'ভবু সে ব্যাখ্যায় এ দেশে পড়ে' গেল চিড়্‌চিকার ;

নিখুঁতেন তিনি অব্যাহত গল্প এবং গল্পে ;

বোঝাতেন যে হানটি স্পেন্সার, ডয়েনেষ্টার, কি নিউটন,

তারে সবই কীতায় একটি অধ্যায়েরই মতো ।

সবাই বলে ইত্যাদি

এইল না কার নফের যে সংসারটা এ ঝক্‌ঝক্‌,

যদিও কেউ ছাড়ল নাক দাবসা কি নকরি ;

সার্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝে ধল মাংস রন্ধনারি—

কাউন বিদ্ '২ নটন জাম 'ইন্‌ অ্যাডিশন টু' নকরি ।

সবাই বলে ইত্যাদি

## স্ত্রীর উমেদার ।

যদি জানতে চান আমি ঠিক কি রকম স্ত্রী চাই—

কর্মা কি কালো কি মাঝারী বং ;

লম্বা কি বেঁটে : কি ক্ষীণা কি পীনা ;

দেখতে ঠিক পরী কি দেখতে ঠিক সং ;

তাতে আমার আসে যার না ক' অধিক,  
 চলতে জানে যদি বাচিয়ে ক' দিক ;  
 তার ওপর ডাকে আমার মোহাগে,  
 “পোড়ার মুখো মিলে ও হতভাগা !”

তা'লে হাঃ হাঃ সে ত সোনার মোহাগা ॥

কপাল একরত্তি বা কপাল গড়েব মাঠ ;  
 ভ্রু পুষ্পধনুঃ কি ভ্রু বষ্টিবৎ ;  
 নীলাঞ্জনেত্রা কি সে মাজ্জারাক্ষী ;  
 তা খুব যার আসে না আমার এ মত ।  
 সামীরে কটু সে করনা ক বেজার,  
 কথার কথার পিছুগৃহে না সে যার,  
 তার ওপর ডাকে আমার মোহাগে  
 “পোড়ার মুখো মিলে ও হতভাগা !”

তা'লে হাঃ হাঃ সে ত সোনার মোহাগা ॥

বিশ্বাধরা হোক কি কাকীবদোষ্ঠা ;  
 সুদীর্ঘকেশী কি মাথার টাক ;  
 সুপংক্তিদন্তা কি গজেন্দ্র দংষ্ট্রা ;  
 বংশীবৎ নাসা কি চাইনীজি নাক ;  
 —হাস সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন,  
 তার উপর হয় যদি সূচাক রন্ধন,  
 তার ওপর ডাকে আমার মোহাগে,  
 “পোড়ার মুখো মিলে ও হতভাগা !”

তা'লে হাঃ হাঃ সে ত সোনার মোহাগা ॥

গজেন্দ্র গামী কি ভেকপ্রসফী ;  
 গাহে সে মিঠে কি ডাকে সে কান্দ ;  
 বিদ্যার বাণী কি বিদ্যার রহস্য :  
 সর্বাঙ্গ থাক কিলা নাই সে থাক ;—  
 রাখে না খোঁজ স্বামী খায় ভাঙ্গ কি চরম,  
 ভাঙার পুত্রাদি রক্ষার সরম,  
 তার ওপর ডাকে আনার সোহাগে,  
 বোলে, “পোড়ার মুখো ও হতভাগা ।”

তা'লে হাঃ হাঃ সে—ত সোনার সোহাগা ॥

বসন কম ছেঁড়ে ও নাইন কম ভাঙ্গে ;  
 গয়না সে কদাচিত্ হই এক খান চার ;  
 খরচপত্র একটু গুছিরে করে ;  
 অন্নই সুমার ও অন্নই খায় ;  
 তার উপর হয় একটু চলন সই গড়ন,  
 আর যদি হয় একটু নোকাটে ধরণ,  
 তার ওপর ডাকে আনার সোহাগে,  
 বোলে, “পোড়ার মুখো ও হতভাগা,”

তালে হাঃ হাঃ সে—ত সোনার সোহাগা ॥



## প্রেম তত্ত্ব ।

পুরোণো হোক ভালো হাজার,    হার গো এমনি কলির বাহার,  
মাঝে মাঝে নূতন নূতন নৈনে কাপো চলে না ;  
নিত্যই পোলাও কোখী আহাৰ    খল ভাণ লাগে কাহার ?  
আবার ত তা হ' দিন পরে গলা দিয়ে গলে মা ।  
ছ চার বর্ষ হ'লে অতীত    চাষার জনী রাখে পতিত ;  
নইলে সে উল্লরা হলেও বেশী দিন আর ফলে না ;  
নিত্যই যদি কার্য্য না পাই    প্রাণটা করে হাঁকাই হাঁকাই ;  
বদিও দুমিয়ে থাকলেও কেউ কিছুই বলে না ।  
জমাগত উপা খেরাল,    ডাকে যেন কুকুর শেরাল ;  
প্রত্যহ অপরা দেখলেও ভাতে আর মন টলে না ;  
এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার,    আলিতে নিতে হয় ছ'চারবার—  
বিরহ আছতি ভিন্ন প্রেমের আশুগ্ন বলে না ।

---

## এস এস বঁধু এস ।

এস এস বঁধু এস, আশ ফরাসে বোস,

কিনিয়া রেখেছি কলসি দড়ি (তোমার জন্তে হে)

তুমি হাতি নও ঘোড়া নও

যে সোয়ার হইয়ে পিঠে চড়ি ;

তুমি চিড়ে নও বধু তুমি চিড়ে নও  
 যে খাই দধি গুড় মেখে ( বধু হে ; )  
 যদি তোমায় নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি  
 চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে !

### নয়নে নয়নে রাখি ।

নয়নে নয়নে রাখি (তাই তারে) ।  
 গা ঢাক। হন অমানি বধু একটু যদি মুদি আঁখি ।  
 একটু যদি ফিরে তাকাই, একটু যদি বাড়ি বাকাই ।  
 অমানি ওড়েন উধাও হোসে আমার প্রাণ পিঙ্করের পাখী ।  
 কি জানি কে নম্র দিয়ে কখন বঁধুর বাড়ে চড়েন,  
 কি জানি অঞ্চলের নিধি অঞ্চল থেকে খোসে পড়েন ;  
 তাই যদি তার হেলায় ফেলায় আসতে দেরি রাত্রি বেলায়,  
 বোকে বোকে কেঁদে কেঁটে কুককেক্ত কোরে থাকি ।

### সবই মিঠে ।

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে ।  
 তা, রং হোক মিশুমিশে বা ফিটফিটে ।  
 মিষ্টি,—প্রিয়ার হাতের গয়না গুলি, মিষ্টি চুড়ির হুঁকুনিটে ;  
 যদিও সে,—গয়না দিতে অনেক সময় ঘুষ চরে খামীর মিটে ।

প্রিয়ার—হাতের কুণো থেকে মিষ্টি তার কনিষ্ঠ ঝুলিটে ;  
 আর সে—করস্পর্শে অঙ্গে যেন দিয়ে যায় কেউ চিনির ছিটে ;  
 আহা—প্রিয়ার হাতের কিল্টিতেও মিষ্টি যেন গিঁটে গিঁটে ;  
 আর—প্রিয়ার হাতের চাপড় জ্বলি আশা যেন পুলাপটে ।  
 আহা—খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি প্রিয়ার হস্তের কানুটিটে ;  
 মধুর—সব চেয়ে তাঁর সন্মার্জনী—আহা যখন পড়ে পীঠে ।

---

### আমরা ও তোমরা ।

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই  
 তোমরা বাগিয়া খাও ;  
 আমরা হুপরে আপিসে দা'মরা মরি  
 তোমরা নিদ্রা বাও ।  
 বিপদে আপদে আমরাই পড়ে' লড়ি,  
 তোমরা গহনা পর 'ও টাকা কড়ি,  
 অস্বাধিকভাবে গুছারে পাকী চড়ি',  
 দ্রুত চম্পট দাও ।  
 সম্পদে ছুটে কোথা হতে এসে পড়,  
 যেন কতকাল চেনা ;  
 তোমরা দোকানী সেকরা পদারী ডাক  
 আমাদের হয় দেনা ।

মুখেতে মোহাগে গায়েরে পড়িয়া ঢলি'  
—নব কাটিক আর কি—আদরে গলি'  
'প্রাণবল্লভ প্রিয়তম নাথ' বলি'

কতাপ কোরে দাঁও !

তোমরা অবাদে যা গুলি বলিয়া ছাও  
আমরা শুধু এই ;  
আমরা কহিতে পাড়ে কি বেফাস বলি,  
সেই ভয়ে দাড়াই হই ।

কথায় কথায় দরখী ভাসাও বাদি, —  
আমরা ভেসে যা কহই না অপরাধী  
পড়িয়া যুবক চরণ ধরিয়া কাঁদি,  
তবু কিরে নাহি চাও ।

আমরা বেচাৰী ব্যবসা চাকুরি করি—  
তোমরা কর গো আয়েস ;  
আমরা সদাই মূনির একুনি খাই —  
তোমরা খাও গো 'পায়েস' ।

তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত  
কাফ্য করিয়া না পুরাই মনোদগ্ধ,  
অবহেলে চোলে খাও নেড়ে দিরা নথ,  
অথবা মারিতে ধাক্কা ।

আমরা দাড়ির প্রতাহ অতিবাড়ে  
জ্বালাতন হয়ে মরি ;—  
তোমরা সে ভোগ ভুগিতে হয় না থাক  
'বেশ বিস্তাস করি' ।

আমরা ছটাকা জোড়ার কাপড় পরি,—  
তোমাদের চাই সোনা দশ বিশ ভরি,  
বোখাই বারাগসী বছর বছরই,

তবু মন উঠে না ও ।

### তোমরা ও আমরা ।

তোমরা হাসিরা পেলিরা বেড়াও স্থখে,

( ঘরে ) আমরা বন্ধ রই ;

তোমরা কি রূপে কাটাও দার্ষ বেলা

( তাই ) ভাবিরা অবাক রই ;—

আপিসে কাটাও তামাক গল্প শুজোবে

পরে হজ গজ নুণিথকে ছটো বুঝাবে,

পরে আপনার কাগজ পত্র শুছোবে

( শেষে ) কোরে গোটা কত সই ।

ছথের সরটি ক্ষীরটি তোমরা খাও

( আর ) মোরা খাই তার দহি ;

বতকণটি তোমরা না বাড়ি ফেরো

( ঘরে ) মোরা উপবাসী রহি ।

তোমরা থাইবে আমরা বসিরা রাঁধিব,

না থাইলে দিরা মাথায় দিব্য সাধিব,

তোমরা বকিবে আমরা বেচাকি কাদিব,  
( তাও ) তোমাদের সঙ্গে কৈ ?

তোমরা জটাকা আনিয়া দিহাট খাস্—  
( তাও ) বসোগে হাতি পা ধুরে ;  
আমরা তা বেশ নেড়ে চেড়ে দেখি কিছু  
( তার ) থাকে না ত দিতে থুরে ।

তবু তোমাদের এমনকি নাহি অভাবই  
তাঁহিগেই চাই দেখানো মিথো নবাবী  
আমাদের নাই কোন বিবরের অভাবই  
( শুধু ) মর দজ্জ বই ।

তোমরা সহর বুরিয়া দেড়াও রাতে  
( সব ) সেটা কেন কিছু নহে ;  
আমরা কামারো মহিত কহিলে কথা  
( তাও ) তোমাদের নারি সঙ্গে ;

তোমাদের চাই মেজ মেজ খাস্, আমরা  
আমরা বোঁচায় রহি না জাান্ত না মরা  
খিরেটারে নাচে বাহিতে তোমরা, আমরা  
( বুঝি ) সে সময় কেহ নই ।

প্রেমের লুপ্টি তোমরা লুকিতে চাও  
( তাঁর ) বাতনা আমরা সহি ;  
পুর সাধটি তোমরা করিতে আগে  
( তার ) হুঃখ আমরা বহি ;

কোলে কর তারে বধন বেড়ায় খেলিয়া  
 কাঁদিলেই নাও আমাদের কোলে ফেলিয়া,  
 ভাবিলে ঘুমটা রাতে কাঁদিয়া ছেলিয়া  
 ( তার ) বকুনী আমরা সহি।

---

### বিরহ তত্ত্ব ।

বিরহ জিনিসটা কি,  
 নাইরে নাইরে আর বুঝিতে বাকি ।  
 বধন দাঁড়ায় আসি রামকান্ত ভূতা  
 বাজার খরচ ফর্দ করি দীর্ঘ নিত্য,  
 রক্তক আসিয়া বলে কাপড় গুণিয়া লও—  
 তখন কাতর ভাবে তোমারে ডাকি ।  
 বধন ঠাকুর বলে আরও তেল চাই—  
 যদিও, রক্তনের তারতম্য তাতেও বড় হয় না,  
 হুঁ সেস করিয়া আলু রোজই কুরায়,  
 তখন, বিরহবেদনা আর নয় না নয় না ;  
 বুঝিবে তখন তব কি গুণে বকুনি সহি,  
 ভুলিবে পৃষ্ঠের আলা বিরহ-অনলে দহি,  
 ভাবিবে তখন তোমার আসিতে চিঠি লিখি,  
 পূরে না হয় হবে বা এ কপালে থাকে ।

---

## অনুতাপ ।

এখন তাহারে আমি পেলো যে কি করি ?  
হাসি কিথা কাঁদি কিথা হাতে কিথা পারে ধরি ?  
ঘরেতে দরোজা দিয়ে বুলি তারে বলি “প্রিয়ে,  
যা হবার তা হোরে গেছে, এই নাকে খৎ প্রাণেশ্বরি,  
এমন কন্ঠ আর কর্কে না, এই নাকে খৎ প্রাণেশ্বরি ।”  
বাধি দিয়ে বাহু ঢুটি ( বদন অঁকড়ে পেয়ে উঠি, )  
বলি “এই নেও নামনে তোমার, পাঁটা খেতে খেতে মরি  
চাওত প্রাণশ্চিত্ত জ্বলে, এই পাঁটা খেতে খেতে মরি ।”

---

## চাবার প্রেম ।

ঐ বাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই ডোবার ধারটি দিয়ে,  
ঐ আঁবগাছগুলোর তলায় তলায় কাঁকে কলসী নিয়ে ।  
সে এমনি কোরে’ চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে,  
আর আঁখির ঠারে মেয়ে গেল—ঠিক এ—এই থানে ।  
তার রং বে বডুই ফসাঁ তারে পাব হয় না ভরসা,  
তার অঙ্গে বে কচ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান ।  
ও পরণে তার ডুরে’ সাজি মিহি শান্তিপুরে ;  
—ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে তাই শান্তিপুরে ডুরে ।



তার চকু ছুটি ডাগর ডাগর যেন পটল চেরা ;  
 আর গড়নটি যে—কি বলবো ভাই—নকলকার সেরা ।  
 তার রং যে বডুই ফর্সা [ ইত্যাদি ] ।

ঐ হাতে রে তার ঢাকাই শাঁখা পায়ে বাঁকা মল ;  
 আর মুখখানি যে একেবারে কক্ষে চল-চল ।  
 তার নাকটি যেন বাঁশপানা ক'শালটি একরকমি ;  
 —এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—আগা গোড়া নতি—  
 তার রং যে বডুই ফর্সা [ ইত্যাদি ] ।

তার এলো চুলের কিবে বাহার—আর মুই বলবো কিবে ;  
 —তার হেটুর নীচে পড়েছিল—মিথ্যে বর্ণিনি যে ;  
 মুই মিথ্যে কথা'র নোকটি নইরে—কতিনিও ভুল ;  
 ও তার হেটুর নীচে চুল ও রে তার হেটুর নীচে চুল ।  
 তার রং যে বডুই ফর্সা [ ইত্যাদি ] ।

তার মুখের হাঁ যে তারি ছোট, গোল-গোল যে তার ডাং ;  
 আর কি বলবো মুই ওরে নেভাই ! কিবে যে তার ডাং ;  
 সে এমনি কোরে চেয়ে গেল কোরে মন ছুঁরি,  
 আর ঠিক এই জায়গায় নেয়ে গেল নয়নের ছুঁরি ।  
 তার রং যে বডুই ফর্সা [ ইত্যাদি ] ।

## বুড়ো বুড়ি ।

বুড়োবুড়ী হুজুনাতে মনের মিলে অথৈ থাকত ।  
বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত ।  
হ'ত বখশ অগড়া কাটি হ'ত প্রাই লাতালটি ;  
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি পাড়ার মোকে পুলিশ ডাকত ।  
একদিন বুড়ো 'হুজোর' বোলে, হঠাৎ কোথা গেল চোলে,  
বুড়ী তখন বুড়োর অঙ্গে ফরে চক্ষু লবণাক্ত ।  
শেষে বছর খানেক পরে বুড়ো কিরে এলে ঘরে  
বুড়ী তখন রেঁবেবেড়ে তাকে ভাবি খুঁসি রাখত ।  
অগড়া কাঁটি গেল খেলে, মনের মিলে গভীর প্রেমে,  
বুড়ী দিত দাতে মিশি, বুড়ো গারে সাবান মাখত ।

---

## তুমি বুঝি মনে ভাব ।

তোমার ভালবাসি বোলে তুমি বুঝি মনে ভাব,  
যে, তোমার চক্ষুনাথানি না দেখিলে মোরে যাব ?  
যুধু চন্ডে আমার বাড়ী, উননে উঠবে না হাঁড়ি ;  
বৈজ্ঞেতে পাবে না নাড়ী, এমনি, অস্তিম দশায় থাকি যাব ।  
এখানে ইচ্ছা তবে, যা হবার তা হ'য়ে গেল ;  
তুমি যদি আমার ভাল না বাস ত বয়ে গেল ।

ডাকলে তোমার পাইনে মাড়া নেই কি কেউ আর

তোমা ছাড়া ?

এই গোফ, জোড়ার দিলে চাড়া তোমার মত

অনেক পাব

## কোকিল ।

আছে একটা ভারি কাল পাখী—

ও তার আছে ছোটো কাল পাখী—

কবিতা তারে বোঝিল বলে,

‘আব কাগুন চৈত্রে তার কু-অভ্যাস ডাকা ।

তার দাক শুনে প্রাণ ‘হা ত’তশ’ করে,

বিরহিণীরা সব আছড়ে পড়ে,

‘প্রাণ কাত’ বিনে সে পাখীর স্বরে,

তাদের জীবনটা থেকে (কেমন) কাঁকা কাঁকা ।

ও সে পাখী বড় সর্বানেশে,

গোল বাধার কাগুন চৈত্রে এসে,

ভাগ্যগিস নয় সে পাখী বারো মেসে,

নৈলে মুকিল হোতো বেঁচে থাকা ।

## প্রেমানাপ ।

তোমার ত বেতে চাই :-- পারিনে, হতভাগা,  
সদাই ফিরে ঘুরে আবারি কাছে ।

ভূমিতে অঁখি ছড়ি পারিনে । চাহিলেই  
দেখি সে বোকারাম চাহিয়া আছে ।

এনে যে যার না সে পেলেনও ফিরে আসে,  
কাড়ানো যায় না ত--হাজারই হোক :

ঠিক এ জায়গাতে বেন সে লেগে আছে,  
আস্ত জেঁক বেন আস্ত জেঁক ।

বিতান ঘুরে বথা মাছের চারিদিকে,  
মিঠাই চাদি পাশে বালক বথা,

আমার চারি ধারে ঘুরে সে দিবা নিশি--

কবল চেয়ে থাকে--কহে না কথা ।

নরন দিয়ে যদি আহ্বান করা যেত,

পনর বছরের জাস্ত মেয়ে--

তা হলে' এতদিনে দগ্ধমুখ সেই---

আমার সবঞ্চনি কেনেছে থেয়ে

গোলাপী মাড়ি খানি পরিলে হয় বটে

মারাত্মক এই দেহের শোভা,

আ বটে, তবে কিনা বিবাহ যদি মোরে,

করিতে চার মেয়েগা ত সে কি বোম ?

বিবাহ মতলব থাকিলে পুরুষের,  
 কেবল চাওয়া—ঠেকে কেমন সেটা,  
 যখন মুখ কুটে বলিলে চুকে যায়,  
 ভয় পঙ্কের আপদ লেঠা ।

---

### তোমারি তুলনা তুমি ।

তোমারি তুলনা তুমি চাঁদ অকস্মীর ধাড়ি ।  
 যেমনি অন্ধের কালোবরণ  
 তেমনি কালো মুখে কালো দাড়ি ।  
 যেমনি দেহখানি স্থল, বুদ্ধি তারি সমতুল ;  
 আবার, যেমনি বুদ্ধি তেমনি বিত্তে  
 যেমন পরু টানে গরুর গাড়ি ।

---

### গোড়াগুড়িই বোলে গিছি ।

( সেটা আমি ) গোড়াগুড়িই বোলে গিছি ।  
 দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারই সার ( তত্ত্ব ) অন্য সবই মিছি মিছি ।  
 ঠাং ভাকলে বা হোলে জখম  
 দেখবে সবাই একই রকম ;  
 ছেড়ে দিলেই বকম বকম ( আর ঐ ) গলা টিপে ধরলেই  
 চি চি ।

আছে শুধুই উড়ে বেঘারা আর ঐ শুধু আছে ঢেঁকি—

যারা শত পদাঘাতে বলে “আবার মার দেখি” ;

তাহোক—যাব না আসে কি কার ?

এটা কতই হলেই স্বীকার

যাদের বতই রুচি বিকার ( আবার সব ) তাঁরাই তত

করেন ছি ছি !

পৃথিবীতে জর ও বক্ষা শব্দ ও শক্তি কাশি হাঁছি,

উরির মধ্যে কার ক্রোশে কোন রূপে টিকে আছি ;

গীষ্মকালে ধোনে ধোঁয়াই ;

শীত কালেতে রদ্যুর পোহাই ;

জার না বলো রাজি—দোহাই ( কেবল ঐ ) কমিক গানটা

ছেড়ে দিছি ।

কমিক গানও গাইতে বলে—তোমরাত বেস হেসে নিলে ;

ক্যাক করে কেউ ধরলে আমার—দেখবে আমার ছেলে-

পিলে ?

তোমরা হেসে বাড়িগেলে,

আমি চৌচিরে চক্কাম ছেলে,

তোমরা দশজন কাঁঠাল খেলে ( কেবল ঐ ) আমার গলার

বাধে বিচি ।



## বিজ্ঞাপন ।

কবি শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্র লাল রায় এম, এ, এম, আর, এ, এস,  
ইত্যাদি প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ আমার  
নিকট ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট শ্রীযুক্ত  
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট  
পাওয়া যায় ।

LYRICS OF IND (RS. 1-4 as.)

(Trubner & Co., London.)

*Extracts from the opinion of the press.*

He possesses undoubted genius and much of the fervour of a great poet.—*The Statesman.*

Literary gems—*The Indian Mirror.*

His language and versification are of one born to the manner of English poetry &c. *The Scotsman.*

An ardent and appreciative student of English poetry &c.—*The Westminster Review.*

Astonishing. Undoubted poetical power. I specially admire your lines to the Stars.—*Sir Edwin Arnold.*

আর্য্য গাথা প্রথম ভাগ OR ARYAN MELODIES ।

মূল্য ১০ আট আনা, ডাকস্বামূল ১০ ।



## আর্য গাথা দ্বিতীয় ভাগ ।

মূল্য ১০ আনা, ডাকমাফুল ২০ ।

Real merit :—(*The Ries and Rayet*).

Exquisite :—*The Bengali*.

He seems to have a heart that is capable of inspiration. His manner is poetical. He possesses the true poetic instinct. Many of his verses breathe poetry.—*The Calcutta Review*.

His love is rapturous and enthusiastic.—*Calcutta Review*.

Sweetness and sentiment go hand in hand in these lyrical effusions.—*Indian Mirror*.

## কল্কী অবতার (সামাজিক প্রহসন) ।

মূল্য ২ টাকা, ডাক মাফুল ২০ আনা ।

Wonderfully epigrammatic...forcible and witty &c.—*The Englishman*.

“একপ পুস্তক আর বন্ধ ভাষার বাহির হয় নাই” ইত্যাদি :—  
বঙ্গবানী।

“বিরহ” OR THE DESERTED HUSBAND ;

## গীতি প্রহসন ।

নূতন সমাজ চিত্র ; স্টার থিয়েটারে অভিনীত ।

মূল্য ১০ আনা, ডাক মাফুল ২০ ।

The farce is essentially molieresque in its treatment though the materials are Indian. The manipulation indicates cultured taste on the part of the

author. The piece is merry within the limits of becoming mirth.--"*Indian Mirror*."

The piece has pleasant freshness, a bright flow of humour with its songs of a highly mirth provoking nature &c.--"*The Statesman*."

আমাদের বা গুটীকতক গল্প, দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য ৮০ আনা, ডাক মাস্তুল ২০০ আনা।

Is a burlesque written with exquisite skill and inimitable humour. The doggerels composing the poem seem to be admirably suited to the description of the themes selected. The writer apparently is a master hand at this class of composition.

*The Calcutta Gazette, Wednesday, June 21. 1899.*

শ্রী হিন্দু ভূষণ সান্নাল, প্রকাশক,

২০৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

S. G. Angus & Co.

ESTD. 1910.

74112 St. 1st Street









